প্রকট হয়েছে সুশাসনের ঘাটতি, বেড়েছে বৈষম্য

■ সমকাল প্রতিবেদক

স্বাধীনতার ৫০ বছরে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে অনেক অর্জন আছে বাংলাদেশের। কিন্তু একদিকে উন্নয়ন হয়েছে অন্যদিকে সুশাসনের ঘাটতি তৈরি হয়েছে। দুর্নীতি সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে উন্নয়নের ফলাফল সবার কাছে সমানভাবে পৌঁছায়নি। দেশে বৈষম্য প্রকট হয়েছে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে সম্পৃক্ত খ্যাতিমান অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক নূরুল ইসলাম এবং অধ্যাপক রেহমান সোবহানের বক্তব্যে এমন অভিমত উঠে এসেছে। বাংলাদেশের ৫০ বছরপূর্তি উপলক্ষে বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) বার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তারা পৃথক মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অধ্যাপক নূরুল ইসলাম ছিলেন বাংলাদেশের প্রথম পরিকল্পনা কমিশনের প্রথম ডেপুটি চেয়ারম্যান। আর রেহমান সোবহান ছিলেন সদস্য। তারা দু'জনেই স্বাধীন বাংলাদেশের অর্থনৈতিক নীতিনির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। গতকাল রাজধানীর হোটেল লেকশোরে তিন দিনের এ সম্মেলন শুরু হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার লিখিত শুভেচ্ছা বক্তব্য উপস্থাপনের মাধ্যমে সম্মেলনের উদ্বোধন ঘোষণা করা করা হয়। উদ্বোধনী অধিবেশন ছাড়াও তিনটি কর্মঅধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে সম্মেলনের প্রথম দিনে।

"উন্নয়ন হলেও অপশাসন রয়েছে। সুশাসনকে পাশ কাটানো হয়েছে

রেহমান সোবহান

"সরকারের মধ্যে দুর্নীতি, অর্থ আত্মসাৎ ও স্বজনপ্রীতি আছে

নূরুল ইসলাম

ইন্টারন্যাশনাল ফুড পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (আইএফপিআরআই) ইমেরিটাস ফেলো অধ্যাপক নূরুল ইসলাম যুক্তরাষ্ট্র থেকে ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে যুক্ত হন। তিনি বলেন, গত ৫০ বছরে বাংলাদেশে দারিদ্র্য ব্যাপক কমেছে। কিন্তু মানুষের মধ্যে বৈষম্য বেড়েছে। দেশে বৈষম্য প্রকট হওয়ার প্রধান কারণ রাজনীতি। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা না থাকলে বিনিয়োগ হয় না। অর্থ তখনই বেশি পাচার হয়। এ ছাড়া দেশে বিনিয়োগে উচ্চ হারের কর রয়েছে। বিদেশে পাচার করলে কেউ প্রশ্ন করছে না। সরকারের মধ্যে দুর্নীতি, অর্থ আত্মসাৎ ও স্বজনপ্রীতি আছে। দারিদ্র্য বিমোচনে বাংলাদেশের সাফল্যের প্রশংসা করেন অধ্যাপক নূরুল ইসলাম। তিনি বলেন, দারিদ্র্য

■ পৃষ্ঠা ১৭ : কলাম ১

প্রকট হয়েছে সুশাসনের ঘাটতি

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

বিমোচনই ছিল বাংলাদেশের প্রধান লক্ষ্য এবং সে লক্ষ্যে বাংলাদেশ সফল হয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন, অর্থনৈতিক নীতিনির্ধারণের ক্ষেত্রে স্বচ্ছ এবং গ্রহণযোগ্য উপাত্ত খুব জরুরি। নিরপেক্ষ উৎস থেকে স্বচ্ছ তথ্য সংগ্রহের পরামর্শ দেন তিনি।

অধ্যাপক রেহমান সোবহান বলেন, গত কয়েক দশকে বাংলাদেশের ব্যাপক উন্নয়ন হলেও অনেক ক্ষেত্রে অপশাসন রয়েছে। সুশাসনকে পাশ কাটানো হয়েছে। রানা প্লাজাধস এবং তাজরীন ফ্যাশনস কারখানায় অগ্নিকাণ্ড সুশাসনের ঘাটতির বড় নজির।

তিনি বলেন, গত কয়েক দশকে কিছু ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন হয়েছে। এর ফলে গ্রামীণজীবন সংস্কৃতিতে পরিবর্তন এসেছে। গ্রামের নারীরা শহরে এসে পোশাক কারখানায় কাজ করছে। সামাজিক ব্যবসার উদ্যোক্তা তৈরি, স্বাস্থ্যসেবা এবং নারীর স্বাস্থ্য উন্নয়নে অবদান রাখছে এনজিওগুলো। তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার হচ্ছে জনসেবায়, আর্থিক লেনদেনে, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে। দারিদ্র্য বিমোচনের গতিও ভালো।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান বলেন, আন্তর্জাতিক সব মহলে এখন বাংলাদেশের উন্নয়নে প্রশংসা হচ্ছে। বাংলাদেশকে উন্নয়নে আন্তর্জাতিক মঞ্চে নিয়ে গেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। মূলত ২০১০ সালে বাংলাদেশের উন্নয়নের এই বাঁক বদল শুরু হয়।

মন্ত্রী বলেন, উন্নয়ন প্রকল্পে অনেক তদবির আসে। রাজনৈতিক নেতাদের পক্ষ থেকেও কিছু কিছু তদবির পাওয়া যায়। তবে উন্নয়ন অগ্রাধিকার বিবেচনা থেকেই প্রকল্প বাছাই করে থাকে পরিকল্পনা কমিশন। এ ব্যাপারে স্বাধীনভাবে কাজ করছে তার মন্ত্রণালয়।

বিশ্বব্যাংকের ঢাকা অফিসের সাবেক লিড ইকোনমিস্ট জাহিদ হোসেন বলেন, করোনা থেকে পুনরুদ্ধারের পথে রয়েছে বাংলাদেশের অর্থনীতি। তবে এখনও করোনার আগের অবস্থায় ফেরত আসেনি। তবে নতুন ধরনের ভাইরাস ওমিক্রনে অনিশ্চয়তা তৈরি হতে পারে।

'তুলনামূলক অবস্থানের দিক থেকে বাংলাদেশ' শীর্ষক প্রবন্ধে বিআইডিএসের মহাপরিচালক ড. বিনায়ক সেন বলেন, আর্থসামাজিক বেশিরভাগ সূচকে পাকিস্তান এবং প্রতিবেশী ভারতের তুলনায় এগিয়ে আছে বাংলাদেশ। স্বাধীনতার পর সব সূচকে বাংলাদেশ পাকিস্তানের পেছনে ছিল। ২০১০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ পাকিস্তানের তুলনায় এগিয়ে যায়। লৈঙ্গিক সমতা, জিডিপিতে শিল্প খাতের অবদান, শ্রমবাজারে নারীর অংশগ্রহণের হার, নগরায়ণ– এমন অনেক সূচকে ভারতকে ছাড়িয়ে গেছে বাংলাদেশ। মাথাপিছু আয় ও জিডিপির প্রবৃদ্ধিতে ভারত এবং পাকিস্তানকে ছাড়িয়ে গেছে বাংলাদেশ।